[redacted]

[redacted]

বলেন, “এ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

শৈলকুপায় দলিল লেখক শাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো.শাহাবুদ্দিন সাবুর বিরুদ্ধে নানান জালিয়াতি, সিন্ডিকেট বাণিজ্য ও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ উঠেছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অফিসের কর্মকর্তা- কর্মচারী,সাধারণ দলিল লেখক এবং নিরীহঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো.শাহাবুদ্দিন সাবুর বিরুদ্ধে নানান জালিয়াতি, সেবাগ্রহীতাদের জিম্মি করছেন বলে সম্প্রতি নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক (আইজিআর) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের অনুলিপি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী,ঝিনাইদহ জেলা রেজিস্ট্রার এবং শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রারকেও পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগকারী মো. মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়,শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ১৫৯ নম্বর লাইসেন্সধারী দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাহাবুদ্দিন সাবু তার রাজনৈতিক পরিচয়কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের স্বাভাবিক কার্যক্রমে দীর্ঘদিন ধরে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছেন। তার কোনো অনৈতিক নির্দেশ অমান্য করলেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লাঞ্ছিত ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এমনকি সম্প্রতি নতুন যোগদান করা ভারপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্ট্রারের সাথেও তিনি চরম অসদাচরণ করেছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

বিএডিসি বারাদী খামারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুর বীজ উৎপাদন খামার বিএডিসি বারাদীতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, জীবননগরের জাকাউল্লাহ অ্যান্ড ব্রাদার্স লিমিটেড নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ১ কোটি ১ লাখ ৪১ হাজার ৩০০ টাকা ব্যয়ে ৭৫০ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কার্যাদেশ পায়। কার্যাদেশ পাওয়ার পর প্রায় দুই মাসে মোট কাজের প্রায় ৩৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, চলমান নির্মাণকাজে গ্রেড বিম ও কলাম ঢালাইয়ে ব্যবহৃত স্টোন চিপস (পাথর কুচি), রড এবং প্রাচীর গাঁথুনির ইট নিম্নমানের ব্যবহার করা হচ্ছে। অভিযোগটি মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দীন খানের নজরে গেলে তার নির্দেশে বারাদী ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ নির্মাণকাজ পরিদর্শনে যান।

পরিদর্শন শেষে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, “প্রাচীরের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইট নিম্নমানের। এতে প্রাচীরের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সিডিউলে ১ নম্বর ইট ব্যবহারের কথা থাকলেও সেখানে ২ ও ৩ নম্বর ইট ব্যবহার করা হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “ঢালাই কাজে ব্যবহৃত স্টোন চিপসের মধ্যে অতিরিক্ত বড় আকারের গোল পাথর রয়েছে, যা মানসম্মত নয়। আমরা সংশ্লিষ্টদের পরবর্তী কাজ সিডিউল অনুযায়ী সম্পন্ন করার পরামর্শ ও সতর্ক করেছি। অন্যথায় কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।”

এ বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মাহফুজুর রহমান বলেন, “ইটের বিষয়ে ভাটার শ্রমিকদের অবহেলার কারণে এমনটি হয়েছে। এ বিষয়ে

তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। ভবিষ্যতে সিডিউল অনুযায়ী নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে কাজ করা হবে।”

দামুড়হুদায় দলকা বিলে চাঁদাবাজি ও হামলার অভিযোগ, পাহারাদার আহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দলকা বিলে চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির পাহারাদারদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এক পাহারাদার গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনায় ৮ জনের নাম উল্লেখ করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত এজাহার দায়ের করা হয়েছে।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, দলকা বিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি ওমর আলী অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সম্প্রতি অভিযুক্তরা তার কাছে ২৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে, সমিতির সদস্যদের ও বিলের পাহারাদারদের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, গত ১০ মে দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে কয়েকজন ব্যক্তি ধারালো হাসুয়া, রামদা, চাইনিজ কুড়াল ও মাছ ধরার বিশেষ অস্ত্র ‘ঝুপি’ নিয়ে দলকা বিলে প্রবেশ করে পাহারাদারদের ভয়ভীতি দেখায় এবং বিল ছেড়ে চলে যেতে বলে। পাহারাদাররা বাধা দিলে হামলাকারীরা পাহারাদার রেজাউলকে (৫২) অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। এসময় তার মাথায় মাছ ধরার ঝুপি দিয়ে আঘাত করলে তিনি গুরুতর আহত হন।

রেজাউলের ডাকচিৎকারে অপর দুই পাহারাদার ঘটনাস্থলে ছুটে এলে অভিযুক্তরা খুন-জখমের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে আহত রেজাউলকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার বিষয়ে বিল কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা শেষে দামুড়হুদা

মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করা হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগী। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরের বারাদীতে বিএডিসি সার গুদামে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

মেহেরপুরের বারাদীতে নির্মাণাধীন বিএডিসির ৪ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন সার গুদামের মেঝের সোলিং ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের পর শনিবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান জামায়াত নেতৃবৃন্দ। পরে সাময়িকভাবে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়।

জানা যায়, সার গুদামের সোলিং ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ পান মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দীন খান। তার নির্দেশনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলামসহ একটি প্রতিনিধি দল।

পরিদর্শন শেষে জাব্বারুল ইসলাম বলেন, “অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। এখানে প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ তিন নম্বর ইট দিয়ে করা হচ্ছে। অথচ সিডিউল অনুযায়ী এক নম্বর ইট ব্যবহারের কথা।”

তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে ঠিকাদারের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে পারেননি।

পরে তদারকির দায়িত্বে থাকা বিএডিসির উপ-সহকারী প্রকৌশলী একরামুল হককে ফোনে বিষয়টি জানানো হয়। তিনি বলেন, “আমি সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন পরিদর্শনে যাই। গত বৃহস্পতিবার সর্বশেষ পরিদর্শন করেছি।

সিডিউল অনুযায়ী এক নম্বর ইট ব্যবহারের কথা এবং আমরা সেটিই দেখেছি।” উপ-সহকারী প্রকৌশলীর এমন বক্তব্যে হতাশা প্রকাশ করেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম বলেন, “সরেজমিনে আমরা তিন নম্বর ইট ব্যবহার হতে দেখেছি। সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নির্মাণকাজ বন্ধ থাকবে।”

এসময় উপস্থিত ছিলেন বারাদী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আসাদুজ্জামান, ৪ নম্বর ওয়ার্ড আমির মজিবর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় জন্ম নিবন্ধন জালিয়াতির অভিযোগে ইউপি কর্মকর্তাসহ গ্রেপ্তার ২

চুয়াডাঙ্গায় জন্ম নিবন্ধন জালিয়াতির অভিযোগে দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের এক প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও এক উদ্যোক্তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার (৯ মে) দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে রাত ২টার দিকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা রায়হান মাহমুদ (৩৫) এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা আরিফুল ইসলাম (৩০)। তাদের বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, প্রশাসনিক কর্মকর্তা রায়হান মাহমুদ ও ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা আরিফুল ইসলাম বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের জন্মসনদসহ বিভিন্ন অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

গত বৃহস্পতিবার বিধিবহির্ভূতভাবে জন্মনিবন্ধন করা হচ্ছে এমন অভিযোগ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রকে

জানান এক অজ্ঞাত ব্যক্তি।

অভিযোগটি যাচাই-বাছাই করে দেখা যায়, উপযুক্ত প্রমাণক ছাড়াই সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার মোহাম্মদ শহিদ মিয়া এবং কুমিল্লা জেলার বিল্লাল নামের দুই ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে। তাদের বর্তমান ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা হয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রাম।

সরেজমিন তদন্তে দেখা যায়, তারা কেউই ওই এলাকার বাসিন্দা নন এবং স্থানীয়রাও তাদের চেনেন না। গত ১২ মার্চ ও ৭ মার্চ বিধিবহির্ভূতভাবে তাদের জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে আরও একাধিক ভুয়া জন্ম নিবন্ধন তৈরির অভিযোগ রয়েছে।

বিষয়টি লিখিতভাবে জেলা প্রশাসককে জানান সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। পরে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

দর্শনা থানার পরিদর্শক হিমেল রানা জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় স্ত্রীর নির্দেশে স্বামীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখমের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর শাহপাড়ায় পারিবারিক বিরোধের জেরে আক্তার হোসেন (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে তার স্ত্রী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে। আহত আক্তার বর্তমানে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত আক্তার হোসেন জয়রামপুর শাহপাড়ার মৃত সবুর আলির ছেলে। এ ঘটনায় তার ভাই সুমন বাদী হয়ে গত বৃহস্পতিবার দামুড়হুদা মডেল থানায় দুইজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৬-৭ জনকে আসামি করে মামলা

দায়ের করেছেন। মামলার নম্বর-৬, তারিখ ০৭/০৫/২০২৬ ইং।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০ বছর আগে জয়রামপুর চৌধুরীপাড়ার ফকির মোহাম্মদের মেয়ে তাসলির সঙ্গে আক্তারের বিয়ে হয়।

দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল এবং গত ৭ মে তাদের তালাক হওয়ার কথা ছিল। এর জের ধরে কিছুদিন ধরে আক্তারকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, গত ৫ মে রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে জয়রামপুর শাহপাড়ায় রুবেলের ট্রাক্টর গ্যারেজের সামনে আক্তার পৌঁছালে তাসলি ও তার মা মেমজান পূর্বপরিকল্পিতভাবে ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীদের দিয়ে তার ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা মুখ কাপড়ে ঢেকে ধারালো চাপাতি, চাইনিজ কুড়াল, রামদা, লোহার রড ও জিআই পাইপ নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়।

প্রাণ বাঁচাতে আক্তার গ্যারেজের ভেতরে আশ্রয় নিলেও সন্ত্রাসীরা সেখানে ঢুকে এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়ে তাকে গুরুতর জখম করে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। হামলায় আক্তারের মাথা, বুক, পেট, হাত, পিঠ ও পায়ে মোট ১০-১২টি গুরুতর কোপ লাগে। পরে হামলাকারীরা তার পকেটে থাকা ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

পরিবারের সদস্যরা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকেও উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে রেফার করা হয়।

ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, আক্তারের শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হওয়ায় চিকিৎসকরা মোট ৭৮টি সেলাই দিয়েছেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “এ ঘটনায় সুমন নামের একজন বাদী হয়ে দুইজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৬-৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তবে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”

[redacted]

[redacted]

আমাকে ভর্তি করে নেন এবং তিন দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম।

মামলায় বাদির আইনজীবী আলামিন হোসেন জানান, মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক সদর থানার ওসিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

ধর্ষণের অভিযোগ ওঠা গাংনীর সেই আলোচিত প্রধান শিক্ষক বরখাস্ত

ছাত্রীকে ধর্ষন ও অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আলোচিত সেই প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ কে চুড়ান্ত বরখাস্ত করেছে যশোর শিক্ষা বোর্ডের আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটি।

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নির্দেশে বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রফেসর ড. মোঃ কামরুজ্জামান গত ২৯ এপ্রিল বরখাস্তের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের চিঠি সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলোতে দিয়েছে।

দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গতকাল (২৪ফেব্রুয়ারি২০২৬)মঙ্গলবার মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জাহিদুর রহমানের আদালতে আত্মসমর্থন করে জামিনের আবেদন করে। বিচারক তার জামিন আবেদন নাম মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেয়।

সেই থেকে এখন পর্যন্ত জেল হাজতে রয়েছে প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ ।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আতোয়ার জানান, মামলার আলামত ফরেনসিক প্রতিবেদনের জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এছাড়া তদন্ত কার্যক্রম চলছে। তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন দেয়া হবে।

এছাড়া প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও

শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় সপ্না খাতুন গত ২৪ নভেম্বর সোমবার মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলার আবেদন করেন। বিচারক আলী মাসুদ শেখ আবেদনটি আমলে নিয়ে মামলা নথিভুক্ত করতে গাংনী থানাকে নির্দেশ দিলে গত ২৮ নভেম্বর মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। গাংনী থানার মামলা নং ৩৪। আদালতের মামলা নম্বর ৩৬৬/২৫।

এদিকে শিক্ষা বোর্ডের বরখাস্তের চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ১৫-০৪-২০২৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটির ৮৯তম সভার ৮৯(২) নং আলোচ্যসূচির ১২ (বার) নং ক্রমিকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেহেরপুর জেলার গাংরী উপজেলাধীন এইচ. বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক জনাব রাজু আহমেদ-কে চূড়ান্ত বরখাস্তকরণে অনুমতি প্রদানের জন্য আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটির সভায় চূড়ান্ত বরখাস্তের আবেদন মঞ্জুর করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সপ্না খাতুন তার মামলার এজাহারে দাবি করেছে, কাজিপুর গ্রামের মৃত আফাজ উদ্দিনের ছেলে প্রধান শিক্ষক মোঃ রাজু আহমেদ ২০২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন তার অফিসে একা ডেকে নিয়ে নানা রকম প্রলোভনে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে হাত দেয়। বাধা দিতে গেলে মুখ চেপে ধরে খুন করে ফেলার হুমকি দিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষন করে। এভাবে ১০/১১/২০২৫ সাল পর্যন্ত দিনের পর দিন আমাকে স্কুলের অফিস রুম সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ধর্ষন করতে থাকে।

এছাড়া রাজু মাষ্টার তার মোবাইল ফোন থেকে তাকে ফোন করেন এবং যৌনাঙ্গ প্রদর্শন সহ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে যৌন হয়রানী করতে থাকে দিনের পর দিন।

এই ভাবে আসামী আমার কুষ্টিয়াতে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে কুষ্টিয়া শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়ে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষন করত।

শেষ ঘটনার তারিখ ও সময়ে বিয়ের কথা বলে তার অফিসে স্কুল ছুটির পরে ডেকে নিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে একাধিক বার জোর পূর্বক ধর্ষন করে।

নিরুপায় হয়ে ধর্ষক রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় মামলা দায়ের করেছি।

মামলায় তিনি ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সপ্নার আত্মীয়-স্বজনরা জানিয়েছেন, বহিস্কৃত প্রধান শিক্ষক রাজু ও তার সহযোগীদের চাপের মুখে রয়েছেন।

বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ জেল হাজাতে থাকার কারনে তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

আলমডাঙ্গায় ভাইয়ের জমিতে জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করে পৈতৃক ভিটায় জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার ভাংবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আজিল বক্স (৬৬)। তিনি তাঁর সহোদর ফজলুল হকের (৬৪), বৈধ মালিকানাধীন জমি জবরদখল করে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

আদালতের নোটিশ জারির পরেও থামেনি নির্মাণ। আইনের প্রতি এই সুস্পষ্ট বৃদ্ধাঙ্গুলি এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে।

ভূমি রেকর্ড সূত্রে ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা মৌজা-৪ নং নগরবোয়ালিয়ার ভাংবাড়িয়া গ্রামের মরহুম ওফাতুল্লা মণ্ডলের সাত সন্তানের মধ্যে জমিজমার বিরোধ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। মরহুমের পুত্র ফজলুল হক (৬৪), পিতার ওয়ারিশ সূত্রে ১৩৬ খতিয়ানের ৩৭১০ দাগে ০.০৪৬৫ (একর) জমির আইনি অধিকারী। এ ছাড়া তিনি ১৯৯৮ সালের (১ মার্চ) মরহুম সাজেদুল আলম মল্লিকের ওয়ারিশগণের কাছ থেকে একই মৌজার- ৩৩৭ খতিয়ানের ৩৭০৯ দাগে ০.০৬ (একর) জমি ক্রয় করেন। দুটি জমি পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ায় ফজলুল হক দীর্ঘকাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে উভয় অংশে দখলে ছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁর সহোদর আজিল বক্স সেই জমিতে জোরপূর্বক